রিফাত গওহর

ব্যতিক্রমী কমপিউটার নেতা রস পের ও তার পের সিস্টেমস

লৌহ কঠিন সংকল্প ও ন্যায়নীতিতে যে মানুষটি অটল থেকেছেন চিরদিন তার পক্ষে যে রাজনীতির নমনীয় কর্মকাণ্ডে খাপ খাইয়ে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে টিকে থাকা সম্ভব নয় তা আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিল রস পের-এর ব্যাপারে মার্কিন বাণিজ্যিক কলামিস্টরা।

তার নিজ শ্রম ও স্বপ্ন দিয়ে গড়া ইলেকট্রনিক ডেটা সিস্টেমস (ইডিএস) নিয়ে যখন জেনারেল মটরের (জিএম) সাথে সাড়া জাগানো বিরোধটি বাঁধে তখন জিএম-এর আমলাতান্ত্রিক কোম্পানী কৃষ্টির মুখে চপেটাঘাত করে ভোভাবে বের হয়ে গিয়েছিলেন সেভাবেই হঠাৎ করে তার রাষ্ট্রপতি প্রার্থিতা থেকে সরে গেলেন রস পের।

৬১ বছর বয়স্ক কঠোরভাষী টেক্সান হেনরী রস পের যদি শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতেন, তবে তিনি হতেন বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম কমপিউটার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যিনি একটা দেশের রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হলেন।

টেক্সাসের কাউবয়দের উচ্চারণ বাচনে। একরোখা পের তার রক্ষণশীল নৈতিকতায় এককভাবে অটল। নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারে পের-এর কোন আপোষ ও সমঝোতা নেই কোন পক্ষের সাথেই। সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সমকামী ও পরকীয়াতে লিপ্ত কাউকেই ছেড়ে কথা বলেন না তিনি।

কমপিউটার নেতা রস পের

একটা সুশৃংখল মার্জিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম পের-এর। পিতা কিছুদিন তুলার পাইকারী ব্যবসার পর ঘোড়ার ব্যবসা করেন। গ্র্যাজুয়েশনের পর পের মার্কিন নৌ একাডেমীতে যান এবং চার বছর নৌ বাহিনীতে চাকুরীর পর একজন জৈষ্ঠ্য নৌ কর্মকর্তার একটা তহবিল অপচয় নিয়ে প্রতিবাদ করে চাকরি ইস্তফা দেন পের।

এরপর তিনি আইবিএম-এ যোগ দেন। মানুষের কাছে কেবল মাত্র কমপিউটার বিক্রী করা ছাড়াও তাদেরকে এটির ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার যে একটা বিরাট বাজার রয়েছে এটা যখন তিনি অনেক চেষ্টার পরেও আইবিএম-কে বোঝাতে ব্যর্থ হলেন তখন ১৯৬২ সালে এই অসাধারণ সংগঠকটি তার স্ত্রীর কাছ থেকে মাত্র এক হাজার ডলার ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন কমপিউটার সার্ভিস কোম্পানী ইলেকট্রনিক ডেটা সিস্টেমস।

সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে টেক্সাস ভিত্তিক ইডিএসকে নিয়ে গিয়ে তিনি ১৯৮৪ সালে ২৬০ কোটি ডলারে সেটি বিক্রী করে দেন জেনারেল মটরের (জিএম) কাছে। পের থেকে যান ইডিএস-এর একজন ডিরেক্টর হিসেবে। বিশাল আয়তনের জেনারেল মটরের আমলাতান্ত্রিক কোম্পানী কৃষ্টির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দু'বছর পর ৭০ কোটি ডলারে তার মালিকানার অংশটি জিএম-এর কাছে সমর্পণ করে (ইডিএস) থেকে বিদায় নেন পের চূড়ান্তভাবে (ইডিএস-জিএম) সাড়া জাগানো সংকটের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৬ সালে মার্কিন সাময়িকী নিউজউইককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পের যে উক্তিটি করেন তা পুরো বিশ্বের কর্পোরেট পুঁজিবাদ বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক গবেষকদের ভীষণভাবে আলোড়িত করে। পের-এর সেই নতুন ব্যবস্থাপনা তার দর্শনটি ছিল— 'People can't be managed, people must be led' (কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা নয় — তাদের প্রয়োজন নেতৃত্বের)।

জেনারেল মটরের শ্লথ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া ও আমলাতান্ত্রিক বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে বিদ্রুপ করে পের বলেন যে, সেটা এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ একটা সাপ দেখলে তারা সাপ মারার একটা কমিটি বানিয়ে বসে।

বীর পূজারী মার্কিনীদের কাছে একটা বীরের ভাবমূর্তি নির্মাণ এবং ব্যক্তিপ্রচারণার লোভে পের কখনো কখনো তার সম্পদ ব্যয় করেছেন। ১৯৬৯ সালে দুই বিমান ভর্তি ঔষধ ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে তিনি ভিয়েতনামে আটক মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের দেওয়ার চেষ্টা করলে রাগান্বিত হ্যানয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিরস্কৃত হন।

১৯৭৯তে ইরান জেলে আটক ইলেকট্রনিক ডাটা সিস্টেমসের দু'জন কর্মচারীকে মুক্ত করার জন্য পের একটা কমাণ্ডো টাইলের কটিকা অপারেশনকে সফল করেন। এর ওপর ভিত্তি করে পরে লেখক কেন ফোল্লেট লেখেন জনপ্রিয় বই — 'অন উইঙ্গস অফ ঈগলস।'

পের-এর এখন মূল ব্যবসা হচ্ছে কমপিউটার সার্ভিস কোম্পানী পের সিস্টেমস এবং ডালাসের উত্তর পশ্চিমে ৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বেসরকারী বিমানবন্দর এ্যালায়েন্স এয়ারপোর্ট।

চার বছর আগে প্রতিষ্ঠিত পের সিস্টেমস কর্পোরেশনের ব্যবসা এখন রমরমা। প্রতিটি কোম্পানীর পৃথক পূর্ণাঙ্গ কমপিউটার সিস্টেমস তৈরী করে দেয় পের সিস্টেমস। গত ছয় মাসে প্রায় একশ' কোটি ডলারের নতুন ব্যবসা পেয়েছে পের সিস্টেমস। এর মধ্যে ইউরোপের কয়েকটি বড় বড় কাজের চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত। প্রধান মার্কিন বিনিয়োগ কোম্পানী মেরিল লিনের বিশ্লেষকরা পূর্বাভাষ দিয়েছেন যে পের সিস্টেমসের আয় চলতি বছর ২০ কোটি ডলারে পৌঁছবে এবং আগামী কয়েক বছর ধরে সেটি ২০ শতাংশ হারে বাড়বে।

স্ত্রীর কাছ থেকে মাত্র এক হাজার ডলার ধার নিয়ে যে মানুষটি একদিন ব্যবসা শুরু করেছিলেন বর্তমানে তার মোট ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ৩৩০ কোটি ডলার। আগামী বছর যদি পের সিস্টেমসের শেয়ার বাজারে ছাড়া হয় তবে কোম্পানীতে তার ৪০ শতাংশ মালিকানার মূল্য দাঁড়াবে ৩০ কোটি ডলার। বাকী ৬০ শতাংশ শেয়ারের মালিক কর্মচারীরা।

পের জীবনে 'রোলস রয়েস' মার্কা খরচ প্রবণ শ্বেত হস্তিদের পছন্দ করেননি। তিনি চেয়েছেন 'ভক্সওয়াগনের' মত কৃচ্ছ্র দৃষ্টিভঙ্গির সহযোগী। যে কোন ধরণের পেশাদার ব্যক্তির সাথে কাজ করতে গিয়ে সারা জীবন সমস্যা হয়েছে পের-এর। তিনি যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এসব প্রফেশনালদের সাথে ততই তাঁদের অপছন্দ করা শুরু করেছেন।

ইডিএস এবং পের সিস্টেমসে তিনি নির্ভর করেছেন দারুন বিশ্বাসভাজন সহকর্মীদের একটা কোটারীর ওপর। তিনি আজীবন তার অধীনস্থ কর্মচারীদের অপার শ্রদ্ধা ও বশ্যতা পেয়েছেন। ইডিএস এর তার ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী মোর্টন মেয়ারসনকে তিনি ছাড়েননি বিশ্বস্ততার কারণে। ব্যবসা কৌশল এবং পরিচালনায় দক্ষ মেয়ারসনকে পের সিস্টেমসের চেয়ারম্যান করেন তিনি পহেলা জুন। পের-এর অপর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হলেন তার কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট জে. প্যাট্রিক ইর্ণার।

পের-এর একজন অতি পুরাতন কর্মচারী বলেন, 'আমি এই মানুষটির জন্য একটা ইটের দেয়াল ভেদ করে হেঁটে যেতে পারি।'

পের-এর নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যেও মেয়ারসন ব্যবসার ব্যাপারে কোন শৈথিল্য দেখাননি। সম্প্রতি মেয়ারসন একটা ব্যাপক কাস্টমাইজড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক পণ্য বাজারজাত করার যে ঘোষণা দেন তাতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যাবে পের সিস্টেমস।

পের সিস্টেমসের প্রাথমিক উদ্দেশ্যটি ছিল একটা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের কমপিউটার এবং সফটওয়্যার সমূহকে নিয়ে একটা সুঠাম নেটওয়ার্ক বুনন করা। এরপর তারা আউটসোর্সিং অর্থাৎ তাদের খরিদারদের পুরো ইনফরমেশন সিস্টেমস পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করা শুরু করে। এখন অগ্রযাত্রার তৃতীয় পর্যায়ে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে মূল্যবান উপকরণ বিনিয়োগের ফসল এসব ইনফরমেশন সিস্টেমসকে মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার করা। প্রতিনিয়ত মালের মজুদ পরিস্থিতি পরখ করে এবং প্রতিটি মিনিটে পাওয়া সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে বিক্রয় বৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগগুলিকে তৎক্ষণাৎ চিহ্নিত করে এই মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে পের সিস্টেমস তাদের ক্রেতাদের।

মেইনফ্রেম কমপিউটারের বদলে কমদামী পিসির সাহায্যে এই ট্যাটিজিক বা কৌশলভিত্তিক সিস্টেমস গড়ার মাধ্যমে বড় বাজার পাওয়া সম্ভব বলে মেয়ারসনের বিশ্বাস। ২১ বছর ইডিএস-এ কাজ করার পর সম্প্রতি কমপিউটার নির্মাতা ডেল কমপিউটারে সিস্টেমস উপদেষ্টার কাজ করার ভার পিসির সম্ভাবনার ব্যাপারে তার বিশ্বাস নবজন্ম লাভ করেছে। ক্যানাডার সিস্টেম হাউস লিঃ-এর মতই পের সিস্টেমস এখন পিসি শক্তির প্রবক্তা হিসেবে বিশেষজ্ঞ এবং এই এলাকায় শীর্ষে অবস্থানকারী ইডিএস-এর বিপক্ষে এটাই পের সিস্টেমসের সবচেয়ে বড় সুবিধা।

নতুন এই পের সিস্টেমস ট্রাটেজীর সাফল্যের প্রথম দুরূহ পরীক্ষাটি হবে প্যারিস ভিত্তিক ইউরোপের সর্ববৃহৎ রেটেল-কার প্রতিষ্ঠান ইউরোপকারের ক্ষেত্রে। তাদের সাথে ৪৫ কোটি ডলারের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে পের সিস্টেমসের সম্প্রতি।

ইউরোপকারের বিরাট গাড়ীর বহরের ব্যবস্থাপনা থেকে চেক-ইন সিস্টেমস পর্যন্ত সব কিছুর পূর্ণবিন্যাস করা হবে এই চুক্তির আওতায়। ইউরোপকারের মোট বিক্রির শতকরা সাত শতাংশ খরচ এতে করে কমে ১৯৯৪ সাল নাগাদ তিন শতাংশে দাঁড়াবে।

ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা ২০১৬টি ইউরোপকারের কমপিউটার নেটওয়ার্কের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে পের সিস্টেমসের ওপর। নয়টি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান এই নেটওয়ার্ক এবং ১৩০ জন কর্মচারী বিশিষ্ট কমপিউটার বিভাগটি তাদের নিয়ন্ত্রণে আসায় পের সিস্টেমস অন্যান্য ইউরোপীয় গ্রাহকদের কাছে কমপিউটার সিস্টেমস সার্ভিস বিক্রির একটা ভিত্তিভূমি পাবে।

পের সিস্টেমসের ইউরোপ প্রধান এ্যাতি ম্যালুইশ বলেন, ১৯৯৭ সাল নাগাদ তাদের কোম্পানীর মোট বিক্রির অর্ধেক অর্থ ইউরোপীয় গোষ্ঠিভুক্ত দেশসমূহ থেকে উপার্জন করার লক্ষ্য রয়েছে।

ইউরোপকার প্রধান ফ্রেডি ডেলিস বলেন যে, তার কোম্পানীর চুক্তিটি জয় করতে গিয়ে পের সিস্টেমস ইডিএস, আইবিএম, সীমেন্স এবং সেরা ইউরোপীয় কমপিউটার সিস্টেমস কোম্পানী ক্যাপ জেমিনি সোগেটির মত হেভিওয়েট প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে হয়েছে। কাজটি পাওয়ার পর ডেলিসকে তার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য স্বয়ং পের এই এপ্রিলে প্যারিস যান।

১৯৯০ সালে অবশ্য উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইন্সের রিজার্ভেশন শাখার ১০ বছরের ২১০ কোটি ডলারের চুক্তিটি জয় করে ইডিএস পের সিস্টেমস নির্বাহীদের প্রাণান্তকর চেষ্টা সত্ত্বেও।

পের সিস্টেমসের একমাত্র উদ্দেশ্যটি হচ্ছে মানুষকে উপদেশ দেওয়া যে কিভাবে তাদের কোম্পানীটি চালাতে হবে। পের-এর কোম্পানী বলছে যে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে রস পের-এর দ্রুত প্রস্থানে তারা বিন্দুমাত্র হতোদ্যম হয়নি। তবে বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান মেরিল লিঞ্চ বলছে যে পের-এর এই সরে পরার ফলে তার কোম্পানির নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুতির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে যাওয়ার ফলে পের তার সবচেয়ে প্রিয় বিনোদনটির পেছনে আরো উদ্যম নিবেদনের সময় পাবে। সেটি হচ্ছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে টেলিফোন কলসমূহ করা। পের মূলতঃ একজন অসাধারণ বিক্রেতা। আইবিএম-এ একজন বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কমপিউটার জীবন শুরু করেছিলেন পের।

কর্মচারীদের ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখেন পের। বেতনের অঙ্ক নিয়ে দ্বিতীয় কারো সাথে আলোচনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কর্মচারীদের জন্য। পোষাক ও চেহারার পরিপাটি থাকতে হবে কর্মচারীদের এবং মার্কিন সমাজ ব্যবস্থার বিচারে সবচেয়ে অস্বাভাবিক ব্যাপারটি হচ্ছে কোন কর্মচারী তার বৈবাহিক জীবনে অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হলে যে তার চাকুরি পর্যন্ত হারাতে পারে।

বিনয়ী এবং ঘরমুখী মানুষ ৬২ বছর বয়স্ক রস পের। শুরুতেই পের সিস্টেমসের এই সাফল্যে উদার প্রশংসা করেন তার বিশ্বস্ত ও নিজ মতে গড়া নির্বাহীদের এবং পুরো কৃতিত্ব দেন তাঁদের। এজন্য বিনয়ের সাথে তার প্রাক্তন ইডিএস সভাপতি বন্ধু মেয়ারসনের মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে ১ জুন তিনি পের সিস্টেমসের প্রধান নির্বাহীর পদ থেকে সরে মেয়ারসনকে সেটি পুরস্কৃত করেন। এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপে রাতারাতি পাল্টে যায় তার কোম্পানীর চেহারা। অর্জিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে পের সিস্টেমস।

কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় নতুন ভাবধারা সৃষ্টিকারী এই ব্যতিক্রমী কমপিউটার নেতা বলেন, 'অতিরিক্ত অর্থ মানুষের সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি ভোঁতা করে দেয়। মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করতে গেলে কেবল অর্থই নয় তাদের প্রদান করতে হবে উৎসাহ ও স্বীকৃতি।'

মেয়ারসন বলেন যে, কর্মচারীদের পোষাক পরিচ্ছদ ও পরিপাটি থাকার ব্যাপারে পের খরদারী করলেও তিনি তাদের চিন্তা যা উদ্ভাবনী শক্তির স্বাধীনতা প্রদান করেন পুরোপুরি এবং তিনি অধীনস্থদের উৎসাহ দিতেন তার সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে সরাসরি তর্কে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পের-এর প্রচারণার পরিধি বিশালতর হয়ে তার নাগালের বাইরে যেতে থাকলেই তার প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কারণ বড় সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর বিকেন্দ্রিকরণটা তার ষ্টাইল নয়।

পের তার কমপিউটার কোম্পানীগুলি যেভাবে সাদামাটা কৃচ্ছতার সাথে চালিয়েছেন সেভাবেই চালাতে চেয়েছিলেন তার নির্বাচনী প্রচারণা। তার ভাড়া করা পেশাদার নির্বাচন প্রচারকরা ১০ লক্ষ ডলারের প্রচারনা বাজেট পেশ করলে পের তা কেটে অর্ধেক করে ফেলেন।

একজন প্রচারক টিভিতে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে তার প্রচারণার জন্য ১৫টি বিজ্ঞাপন তৈরীর জন্য ১০ লক্ষ ডলার খরচের বাজেট পেশ করলে ক্ষিপ্ত পের তার মুখের ওপর বলে বসেন, 'আমি মাত্র ১৫০০ ডলার করে প্রতিটি বিজ্ঞাপন করে দেবো।'

কমপিউটারে অগাধ আস্থার কারণে পের তার অফিসে বসিয়েছিলেন একটা পূর্ণাঙ্গ কমপিউটার ভিত্তিক জাতীয় নির্বাচন জরিপ। লুটজ ডাটা কোম্পানীর মালিক ফ্র্যাঙ্ক লুটজকে প্রধান করে পরিচালিত সেই জরিপে দেখা যায় যে ডেমোক্র্যাট দলের জাতীয় কনভেনশন শুরুর সাথে সাথে পের অবস্থান ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে আসছে। এসব বিশ্বস্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৬ জুলাই মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন রস পের। ✱

মেইনফ্রেমের উন্নততর পদ্ধতি আসছে

(২১ পৃষ্ঠার পর)

শতাংশে গ্রোস প্রফিট করা সম্ভব হবে না। এই ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ ৩৫ শতাংশের বেশী কোনমতেই হবে না।

তবে আইবিএম বর্তমানে ব্যবহৃত মেইনফ্রেমগুলোকেও আরো প্যারালাল পদ্ধতিতে আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এতে বর্তমানের মেশিনগুলির আয়ুষ্কাল বাড়াবে, আর গত ৫০ বছর যাবৎ সফটওয়্যার উন্নয়নের খরচ রক্ষা পাবে। তাছাড়া আইবিএম-এর এন্টারপ্রাইজ সিস্টেমের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার বিল উইলসন বলেছেন যে তারা এই শরৎকালেই এমন কিছু উন্মোচন করবেন যা দিয়ে তাদের মেইনফ্রেমকে অতি বিয়ারিং সার্ভারের মত কাজে লাগানো যাবে। অর্থাৎ তারা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবিচ্ছেদ্য এবং কার্যকরভাবেই থাকতে পারবে। এতে ওয়ার্কস্টেশনের ফাইলসমূহ ব্যাকআপ করা যাবে, যৌথভাবে পিসি এবং মেইনফ্রেমে যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনসমূহ থাকতে পারে তা চালানো যাবে।

এমপিপির ভবিষ্যত

এমপিপি প্রযুক্তি বিশেষভাবে বাণিজ্যিক ডাটা প্রসেসিংয়ে অধিক উপযোগী হলেও ধারণা করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কাজেও এর ব্যবহার ঘটবে।

একটি বিষয় সকলের জানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো কমপিউটার কেনে সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্যে। তারা চায় কমপিউটার থেকে নির্ভুল তথ্য এবং সার্বক্ষণিক সেবা। বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের বেলায় হেটা না হলেও চলে। কারণ তাদের ব্যবহৃত সুপার কমপিউটারে কোন অসুবিধা দেখা দিলে মেরামতের কাজটি তারা তৎক্ষণাৎ সেরে নিতে পারে। হেটা সাধারণ ব্যবহারকারীদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিপি মেশিনকে অধিক পছন্দ করবে।

বলা হচ্ছে এমপিপি সিস্টেমের নতুন সফটওয়্যার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সার্বক্ষণিক ও সর্বাধিক নির্ভুল সেবা দিতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা কোম্পানীগুলোতে ব্যবহৃত বাজারে প্রচলিত মেইন ফ্রেমের তুলনায় এমপিপির কর্মদক্ষতা অনেক বেশী নির্ভুল ও দ্রুত হবে। ইটারন্যাশনাল ডাটা করপোরেশনের রিসার্চ ডিভিশন প্রত্যয় ব্যক্ত করে জানিয়েছে প্যারালাল মেশিন তথ্যকে সঞ্চিত করা, ব্যবহার করা এবং পুনরুদ্ধার করার কাজটি এতই সুনিপুণভাবে করবে যা বর্তমানের কমপিউটারে সম্ভব নয়। শুধু মাত্র একারণেই প্রতিষ্ঠানগুলো প্যারালাল সিস্টেমের কমপিউটার কিনবে।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন পর্যন্ত মাত্র ৫ শতাংশ ডাটা কমপিউটারের সাহায্যে প্রসেস করে। আশা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে এই হার ৫০ শতাংশে পৌছবে।

পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায় অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই জানে না কি করে প্রতিষ্ঠানের তথ্য ভাণ্ডারকে ব্যবসার কাজে সর্বাধিক ব্যবহার করা যায়। যারা জানে তারা ব্যবসায় অভূতপূর্ব সাফল্যের মুখ দেখছে।

যুক্তরাষ্ট্রের খুচরো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কেমার্টের কথাই ধরা যাক। প্রতিষ্ঠানটি টেরাডাটা নামের একটি প্যারালাল কমপিউটার ব্যবহার করে ব্যবসার প্রচলিত সকল ধারা ভেঙ্গে দিয়েছে। কেমার্টের মার্কেটিং ম্যানেজার এখন চাইলেই জানতে পারেন জটিল সব প্রশ্নের উত্তর। যেমন ঃ কখন কোন স্টোরে কোন পণ্যটি সরবরাহ করতে হবে কিংবা কোন এলাকার ভোক্তাদের রুচী কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি; যা আগে জানা সম্ভব ছিল না।

কমপিউটারের তথ্য ভাণ্ডারে একসময়ে শুধুমাত্র গাণিতিক তথ্য রাখা হতো। এখন আর সে অবস্থা নেই। কথা, ছবি, গ্রাফ সবই এখন কমপিউটারের তথ্য ভাণ্ডারে রাখা হয়। এই কারণেও এমপিপির জনপ্রিয়তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কমপিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কমপিউটারের ভবিষ্যত বাজার দখলের লক্ষ্যে এখনই জেরেশোরে কাজ শুরু করেছে। মেইনফ্রেমকে পরিহার করে তারা অনেকেই এমপিপির বাজার দখলে অধিক মনোযোগী হচ্ছে। কমপিউটারের বাজার বিশ্লেষকদের ধারণা ১৯৯৫ সালের পরে মেইনফ্রেম ব্যবহার করছে এমন সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব স্ব ব্যবসাক্ষেত্রে ম্যাসিভলি প্যারালাল সিস্টেমকে অভিযোজিত করবে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে এমপিপি সিস্টেমে খরচ কম এবং এই সিস্টেমে কম সময়ে এত বেশী কাজ করা যায় যা অন্য কোন সিস্টেমে সম্ভব নয়। তাছাড়া এই সিস্টেমে এমন কিছু নতুন কাজ করা সম্ভব হবে যা বোধ হয় অন্য কোন সিস্টেমে সম্ভব হয়নি। ✲

এক পৃথিবী, এক কমপিউটার নেটওয়ার্ক

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

কথা বলে যে গতিতে একটা কমপিউটারের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সাথে কথা বলে, তখন নেটওয়ার্কের অন্তর্গত কমপিউটারগুলো একসাথে যুক্ত হয়ে যায়। এ রকম নেটওয়ার্কের অন্তর্গত প্রতিটি কমপিউটার কার্যত এমন ক্ষমতার অধিকারী হয় যেন তারা অন্য সমস্ত কমপিউটারের মিলিত ক্ষমতা আয়ত্ত করে।

কমপিউটার বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণ মনে করেন যে ক্রমশ ডাটা নেটওয়ার্ক সারা পৃথিবীকে একসূত্রে গ্রথিত করবে। লক্ষণ দেখে মনে হয়, টেলিফোন কোম্পানীগুলো এ কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উন্নত বিশ্বের টেলিফোন কোম্পানীগুলো এখনই জোট বাঁধছে যাতে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সীমান্তের বাধা দূর করে সমস্ত পৃথিবীকে একটি মাত্র টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তদুপরি, অচিরেই এমন দিন আসবে যখন টেলিফোন কোম্পানীগুলো টেলিযোগাযোগ থেকে যে অর্থ উপার্জন করে তার থেকে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করবে ডাটা নেটওয়ার্কের অংশ হিসাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ✲